# বার্ষিক প্রতিবেদন

# ২০১২ ইং

---


## প্রতিবেদন প্রনয়নে

**প্রধান অফিস**

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)

জেমিনি টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ

মোবা: ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১৫৩৮৯৬৩৮

**ঢাকা অফিস**

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)

২৭১ / ৭, নীচ তলা, জাফরাবাদ, শংকর,মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭

ফোন:৯১২৯৪১০. মোবা: ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৫৫২৩৮৮০৭৫

Email: oradhakaora @yahoo.com

# ভূমিকা

হাওর বাওরের অঞ্চল কিশোরগঞ্জ জেলা। সারা দেশের ন্যায় এখানেও রয়েছে বেকারত্ব,অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা,চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাব। এ সকল বিবিধ সমস্যা সমাধান করে তাদের উন্নয়ন কল্পে অর্গনাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেনট (ওআরএ) সংস্থাটি ১৯৮৮ সালের ১লা জুন থেকে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার রামনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাজারো সমস্যাযুক্ত দরিদ্র মানুষের সমস্যা সমাধান করা ও,আর,এ এর একার পক্ষে সম্ভব নহে। ওআরএ জন্ম লগ্ন থেকে দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা বিমোচনের লক্ষ্যে সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো বাতলিয়ে সে মোতাবেক কাজ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচেছ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষ্যে গরীব মানুষের উন্নয়ন বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে ওআরএ-এর নূন্যতম অভিজ্ঞতা থেকে এ উপলব্ধি হয়েছে যে যাদের জন্য উন্নয়ন তাদেরকে যদি বিশেষণমুখী সচেতন করে উদ্ভোদ্ধ করা যায় তাহলে হয়ত বা কাজগুলো টেকসই হবে। এ প্রেরণা থেকে ২০০৬ ইং থেকে ওআরএ-এর প্রতিটি কর্মসূচীই Community Led Approach-এ করার জন্য কর্মী বাহিনীকে তৈরী করা হচ্ছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে কাজের টেকসই ও গ্রহন যোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

ও,আর,এ বর্তমানে বিভিন্ন দাতা ও সহযোগী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসুচী চালিয়ে যাচেছ। এ প্রতিবেদনে ও,আর,এ এর কার্যক্রমের কিছুটা হলেও প্রতিফলন ঘটবে।

এই রিপোর্ট তৈরীতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রতিবেদনের মাঝে কোন ভূল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভবিষ্যৎতে শুধরানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

শুভেচছান্তে,
এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
ও,আর,এ, কিশোরগঞ্জ।

# অফিস পরিচিতি

| প্রধান অফিস : | ঢাকা অফিস: |
|---|---|
| অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট<br>**(ও.আর.এ)**<br>জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ<br>মোবাইল ঃ ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১৫৩৮৯৬৩৮ | অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট **(ও.আর.এ)**<br>২৭১/৭ (নীচ তলা) জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭<br>মোবাইল ঃ১০৭১১৬২২৬০৯,০১৫৫২৩৮৮০৭৫<br>ফোন ঃ ৯১২৯৪১০<br>ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com |

# শাখা অফিস

| ও,আর,এ-করিমগঞ্জ শাখা | ও,আর,এ-নিয়ামতপুর শাখা | ওআরএ- নানশ্রী শাখা |
|---|---|---|
| করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।<br>(ক্ষুদ্র ঋন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, এবং গ্রহায়ন কর্মসুচী)<br>০১৭১২-১৫৩০৫৭ | নিয়ামতপুর, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ<br>(মা ওশিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা ও<br>(এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ এবং ঋন কর্মসুচী)<br>০১৭২৯৫৫৫৯৪৫ | গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী<br>করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ<br>(ক্ষুদ্র ঋণ ও দাতব্য চিকিৎসা)<br>০১৭১২৯১৩৩৮৩ |

ভূমিকা:

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) একটি সমাজ সেবা মুলক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ ১৯৮৮ সালের ১ লা জুন কিশোরগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের রামনগর নামক অবহেলিত এক নির্ভৃত পলীতে। এর উদ্যোগতা এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম। শুরুতে অর্গানাইজেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ও,আর,ডি) নামে ইহা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা সমাজে অবহেলিত, জীবন যাত্রা সাধারন মানের নীচে অবস্থান করছে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪ এপ্রিল ১৯৯১ ইং তারিখ সমাজসেবা বিভাগ ময়মনসিংহ কর্তৃক নিবন্ধীকৃত হয় যার নিবন্ধন নম্বর কিশোর ০১৬৫ কিন্তু ১৯৯৪ ইং সনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন করার সময় সংস্থার নাম কিছুটা পরিবর্তন করে বর্তমান নামকরন অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) করে নিবন্ধন করা হয়। যার নিবন্ধন নম্বর ৮২৮ তারিখ ০৯-০৫-১৯৯৪ ইং। পরবর্তীতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীত হয় এবং যার নিবন্ধন নং ২০২/০৬ তারিখ ২৩-০৫-২০০৬ ইং এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অর্থরিটি কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হয় এবং যার নিবন্ধন নং ০৪১২১-০১৩৭০-০০১৮৭

সংস্থার লক্ষ্য :

সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অবহেলিত পুরুষ ও মহিলা জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ণ।

সংস্থার ভিশন :

স্থানীয় এবং বহিরাগত সম্পদ বিশেষ করে মানব, কৃষি, পশু ও পানি সম্পদের মত আরও কিছু সম্পদ সমাবেশীকরনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাস্থ দুস্থ, গরীব, ক্ষমতা বঞ্চিত গ্রামীন এবং শহরের পুরুষ ও মহিলাদের জীবনের মান উন্নয়ন করে সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

সংস্থার উদ্দেশ্য :

সংস্থা তার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন কর্মসুচীর মাধ্যমে কাজ করে যাচেছ :

- লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দল গঠন এবং সঞ্চয়ের অভ্যাসের মাধ্যমে সঞ্চয় তহবিল গঠন করা।
- সংগঠিত দলে ঋন দানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।
- অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য অনিশ্চয়তা কমিয়ে এনে আয় ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকায় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা।
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- স্বাস্থ্য , HIV /AIDS প্রতিরোধ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসুচী গ্রহণ।
- ঔষধ সহ বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ।

- ❑ স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন কর্মসুচী ।
- ❑ কৃষি, পশু সম্পদ, বনায়ণ ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন।
- ❑ শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ ও ব্যক্তি স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- ❑ দল গঠনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করা এবং ভোটার এডুকেশনের মাধ্যমে গনতন্ত্রায়ন।

**বর্তমান কর্ম এলাকা :**

| জেলা | | উপজেলার | | ইউনিয়ন | | গ্রাম/ মহল্লা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সংখ্যা | নাম | সংখ্যা | নাম | সংখ্যা | নাম | |
| ০১ | কিশোরগঞ্জ | ১ | কিশোরগঞ্জ সদর | ০১ | কিশোরগঞ্জ পৌর সভা | ০৯ |
| | | | | ০২ | বৌলাই | ০৪ |
| | | | | ০৩ | কর্ষাকরিয়াইল | ০১ |
| | | | | ০৪ | রশিদাবাদ | ০২ |
| | | | | ০৫ | মহিনন্দ | ০৯ |
| | | ০২ | করিমগঞ্জ | ০১ | করিমগঞ্জ | ০৮ |
| | | | | ০২ | নিয়ামতপুর | ০৬ |
| | | | | ০৩ | সুতারপাড়া | ১০ |
| | | | | ০৪ | কাদিরজঙ্গল | ০১ |
| | | | | ০৫ | গুজাদিয়া | ০১ |
| | | | | ০৬ | নোয়াবাদ | ১৯ |
| | | | | ০৭ | গুনধর | ০৬ |
| | | | | ০৮ | জয়কা | ১০ |
| | | | | ০৯ | দেহুন্দা | ০২ |
| | | | | ১০ | বারঘরিয়া | ০৭ |
| | | | | ১১ | জাফরাবাদ | ০৩ |
| | | ০৩ | তাড়াইল | ০১ | দাহিমা | ০৪ |
| মোট | ০১ | ০৩ | | ১৭ | - | ১০২ |

**বর্তমান কর্মসুচী :**

- ◆ দল গঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠন।
- ◆ ঋনদান এবং আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- ◆ আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা
- ◆ নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন।
- ◆ দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন।
- ◆ মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা ও এইচ,আই,ভি/এইড্স প্রতিরোধ কর্মসূচী ।
- ◆ স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন কর্মসুচী ।
- ◆ শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা।
- ◆ শিশু অধীকার সংরক্ষন বিষয়ক কর্মসুচী পালন।
- ◆ কৃষি, পশু ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন।
- ◆ প্রশিক্ষন (সাধারন ও কারিগরি)।

**মোট লক্ষিত জনগোষ্ঠী:**

| কর্মসুচীর ধরন | দলের সংখ্যা | পরিবারের সংখ্যা | লক্ষিত জনগোষ্ঠী |
|---|---|---|---|
| ক্ষুদ্র ঋন কর্মসুচী | ১৫২ | ১৯৮৩ | ৯৮৮০ |
| সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী | - | ১৯০৫ | ৯৫২৫ |
| মোট | ১৫২ | ৩৮৮৮ | ১৯৪০৫ |

**মোট কর্মী:**

| পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|
| ১৭ | ৫৩ | ৭০ |

**প্রকল্প ভিত্তিক কর্মীর বিবরন :**

| ক্র:নং | কর্মসূচীর নাম | নিয়মিত কর্মী | | | প্রকল্প কর্মী | | | সর্ব মোট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পু: | ম: | মোট | পু: | ম: | মোট | পু: | মহিলা | মোট |
| ০১ | দল গঠন ও ঋন দান কর্মসূচী | ০৫ | ০৩ | ০৮ | - | - | - | ০৫ | ০৩ | ০৮ |
| ০২ | ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন কর্মসূচী | ০২ | ০১ | ০৩ | - | - | - | ০২ | ০১ | ০৩ |
| ০৩ | উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা | ০৫ | ৪০ | ৪৫ | - | - | - | ০৫ | ৪০ | ৪৫ |
| ০৪ | আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা | ০১ | ০৩ | ০৪ | - | - | - | ০১ | ০৩ | ০৪ |
| ০৫ | প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসুচী | - | - | - | ০১ | ০৪ | ০৫ | ০১ | ০৪ | ০৫ |
| ০৬ | দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন | ০২ | ০২ | ০৪ | - | - | - | ০২ | ০২ | ০৪ |
| ০৭ | গৃহায়ন কর্মসুচী | ০১ | - | ০১ | - | - | - | ০১ | - | ০১ |
| | মোট | ১৬ | ৪৯ | ৬৫ | ০১ | ০৪ | ০৫ | ১৭ | ৫৩ | ৭০ |

**বর্তমান দাতা সংস্থার নাম ও কার্যক্রম :**

| ক্র:নং | দাতা সংস্থার নাম | কার্যক্রম |
|---|---|---|
| ০১ | সংস্থা ও উপকারভোগী | সঞ্চয় ও দল গঠন |
| ০২ | পলী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও সংস্থা | ঋন দানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি |
| ০৩ | প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রানালয়,বাংলাদেশ সরকার | আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা। |
| ০৪ | ব্র্যাক | উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা । |
| ০৫ | এনজিও ফোরাম ,ঢাকা। | ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন |
| ০৬ | বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন **(বিএনএফ)** | মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা এবং HIV/AIDS কর্মসুচী |
| ০৭ | বাংলাদেশ ব্যাংক | গৃহায়ন কর্মসুচী |
| ০৮ | সমাজের দানশীল ব্যাক্তিদের জাকাতের অর্থে | বিনা মূল্যে ঔষধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান |

**কর্মসূচী ভিত্তিক পরিচিতি :**

০১. দল গঠন ও সঞ্চয় কর্মসূচী:

ও,আর,এ তার মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে দারিদ্রতা বিমোচন প্রচেষ্ঠা সমূহের যে বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে আসছে তা হলো দল সংগঠন। কেননা ও,আর,এ বিশ্বাস করে যে প্রতিটি মানুষেরই সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহ সুপ্ত থাকে যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহ বিকশিত করতে পারা যায়। মানুষের সেই সুপ্ত প্রাতিভাকে বিকশিত করতে চাই সাংগঠনিক শক্তি। আর দল সংগঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের সৃষ্টিশীল ধারনা, বিশ্বাস, ক্ষমতা একত্রিত হয়ে একটি শক্তি সৃষ্টি হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সহযোগিতার অভাবের ফলে তাদের উন্নতিকে বাধাগ্রস্থ করেছে, আর এ সুযোগে এক শ্রেনীর স্বার্থান্বেশী মহল তাদের শোষন করছে। এই স্বার্থান্বেশী মহল থেকে পরিত্রান পেতে হলে চাই সাংগঠনিক শক্তি। আর সেই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন অর্থের। কিন্তু সেই অর্থ আসবে কোথা থেকে ? গরীব মানুষের সেই অর্থ আসার একটি বড় উপায় হলো সঞ্চয়। তাই ও,আর,এ তার লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সঞ্চয়ের অভ্যাস করানোর মাধ্যমে এই তহবিল গঠনের প্রয়াস চালিয়ে যাচেছ।

**ডিসেম্বর ২০১১ ইং পর্যন্ত দল গঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠনের সার্বিক তথ্য :**

| ক্র:নং | বিবরন | পুরুষ | মহিলা | মোট | মোট সঞ্চয় |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | দল গঠন | ৩০ | ১২২ | ১৫২ | ৭,৫০,৩৫৫.০০ |
| ০২ | দলীয় সদস্য | ৩৪৩ | ১৬৪০ | ১৯৮৩ | |

০২. ঋনদান কর্মসূচী:

ও,আর,এ প্রাথমিক অবস্থায় দলীয় সদস্যদের সঞ্চয় থেকে সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে সংস্থার ঋনদান কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। পরবর্তীতে ১৯৯২ ইং সনের সেপটেম্বর মাসে পি,কে,এস,এফ-এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে এনলিসটেড হয়ে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে অদ্যবদি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ পর্যন্ত সংস্থা পিকেএসএফ থেকে ৩,৩৯,৫০,০০০.০০ টাকা ঋন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

পি,কে,এস,এফ এর আওতায় ঘুর্নায়মান তহবিল হিসাবে ডিসেম্বর - ২০১২ ইং পর্যন্ত বিতরন করা হয়েছে আট কোটি একাত্তর লক্ষ আশি হাজার দুইশত ( ৯,০৯,৫৪,২০০.০০) টাকা এবং আদায় হয়েছে আট কোটি তের লক্ষ ছয়ষট্টি হাজার তিনশত একচলিশ (৮,৪৯,০১,১০৮.০০) টাকা বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে স্থিতি আছে আটান্ন লক্ষ তের হাজার আটশত উনষাট (৬০,৫৩,০৯২.০০) টাকা।

০৫.নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন :

ক.স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন:

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এটা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে সারা বৎসর রোগাক্রান্ত হয়ে ভুগতে হয় তাদের। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব দারিদ্রতার একটি অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ন কারন হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই সরকারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি ও,আর,এ ১৯৯৩ সাল থেকেই প্রকল্প এলাকায় এনজিও ফোরাম ফর ড্রিকিং ওয়াটার সাপাই এন্ড স্যানিটেশন এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী চালিয়ে আসছ। স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়গুলি হলোঃ

→ সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।

→ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী ও ব্যবহার করন।

→ ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচছন্নতা।

এ কাজ গুলোর সঠিক বাস্তবায়ন কল্পে নিম্নোক্ত কাজগূলু করা হয়: যেমন

- গ্রাম উন্নয়ন কমিটি মিটিং
- উঠান বৈঠক
- স্কুল মিটিং
- দলীয় মিটিং
- ইমাম ওরিয়েন্টেশন

০৬. আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা:

বিদ্যালয়বীহিন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

শিক্ষা সর্বত্র মানুষের অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। বিশ্বব্যাপী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে , মানুষও ক্রমবর্ধমানভাবে তাতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা 'মৌলিক অধিকার' হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষা প্রসারের সর্বাত্বক চেষ্টা একটি গণতান্ত্রিক উদ্যোগ হয়ে উঠতে পারে । এজন্য দরকার শিক্ষা নীতি ,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট , প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রনালয় শিক্ষা ভবন, ঢাকা এর আর্থিক সহায়তায় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার জাফরাবাদ ইউনিয়নের বিদ্যালয় বিহীন গ্রাম মাঝিরকোনায় একটি ৭০ ফুট দীর্ঘ বারান্দা সহ চৌচালা টিনের ঘর তৈরী করা হয়। স্কুল গৃহটি ডিসেম্বর ২০০৪ ইং তারিখে সম্পন্ন করে বর্তমানে ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও চার জন শিক্ষক শিক্ষয়ীত্রি নিয়ে স্কূলটি প্রতিষ্ঠা কারী সংস্থা ও,আর,এ এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকতার্র সার্বিক তত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে । স্কুলে লেখাপড়ার পাশাপাশি সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীও নিয়মিত পরিচালনা করা হয় । গত বছরে বৎসর শেষে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয় । সে অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জ উপজেলার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ।

০৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা:

০৬.ক. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা:

কিশোরগঞ্জ জেলার মাঝে করিমগঞ্জ উপজেলার বেশরি ভাগ এলাকাই হলো হাওর এলাকা। বর্তমানে কিশোরগঞ্জে সাক্ষরতার হার প্রায় ৬০%। এর মাঝে করিমগঞ্জের অবস্থা আরও করুন। যা হউক পিছিয়ে পড়া জন গোষ্ঠীর ছেলে

মেয়েদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্র্যাক এর সহায়তায় নভেম্বর-২০০৩ ইং হতে শুরু করে ডিসেম্বর-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০ টি শিক্ষা কেন্দের মাধ্যমে ৩০০ জন এবং পরবর্তীতে পুনরায় জানুয়ারী ২০০৬ ইং তারিখ থেকে তিন বৎসর মেয়াদী ১০ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০০ জন ছাত্র ছাত্রী ডিসেম্বর-২০০৮ ইং তারিখ এবং EC-এর অর্থায়নে নভেম্বর-২০০৭ ইং থেকে ডিসেম্বর-২০১০ ইং পর্যন্ত সমাজে পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েদের জন্য ৩৮ স্কুল অতি সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করে বর্তমানে তারা উচ্চতর ক্লাশে শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে । বর্তমানে ব্র্যাক -এর সহায়তায় জানুয়ারী -২০১১ ইং তারিখ থেকে পুনরায় ৪০ টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু হয়েছে যা কি না হাওর এলাকায় ১৬ টি এবং সমতল ভূমিতে ২৪ টি শিক্ষা কেন্দ্র চালু রয়েছে। নিম্নে স্কুলের তথ্য প্রদান করা হলো:

- ব্র্যাক-এর সহায়তায় পরিচালিত স্কুলের তথ্য:

| জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | কেন্দ্রের সংখ্যা | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ছাত্র | ছাত্রী | |
| কিশোরগঞ্জ | করিমগঞ্জ | নোয়াবাদ | ০৩ | ৩৬ | ৫৪ | ৯০ |
| | | জয়কা | ০৩ | ৩৬ | ৫৪ | ৯০ |
| | | বারঘরিয়া | ১২ | ১৪৪ | ২১৬ | ৩৬০ |
| | | নিয়ামতপুর | ০৪ | ৪৮ | ৭২ | ১২০ |
| | | দেহুন্দা | ০১ | ১২ | ১৮ | ৩০ |
| | | গুনধর | ১৬ | ১৯২ | ২৮৮ | ৪৮০ |
| | | জাফরাবাদ | ০১ | ১২ | ১৮ | ৩০ |
| | মোট | ০৬ টি ইউনিয়ন | ৪০ টি | ৪৮০ জন | ৭২০ জন | ১২০০ জন |

০৭. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসুচী :

ফেব্রুয়ারী-২০০৮ইং থেকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার হাওর প্রবন সুতারপাড়া ইউনিয়নে অতি দরিদ্র ৩০০ জন মাদের নিয়ে এ কর্মসূচী চালু হয়ে ফেব্রুয়ারী-২০১০ ইং তারিখে প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হয় । পরবর্তীতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা এবং এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ কর্মসুচী নামে ডিসেম্বর-২০১০ ইং তারিখ থেকে করিমগঞ্জ উপজেলার আওতায় সুতারপাড়া ইউনিয়নে প্রকল্পটি চালু হয়ে নভেম্বর-২০১২ ইং তারিখে প্রকল্পটি শেষ হয়। অশা করা যাচ্ছে যে প্রকল্পটি পুনরায় অতি শীঘ্রই চালু হবে ।

কর্মসূচীর লক্ষ্যঃ

লক্ষিত মাদের মাঝে মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পুষ্টির মান উন্নয়ন এবং এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা ।

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য :

- মা ও শিশুদের পুষ্টি সম্পর্কে সচেনতা সৃষ্টি করা।
- শাক সব্জীর বাগান প্রতিষ্ঠা করে পুষ্টির চাহিদা মেটানো।
- ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা ।
- প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে কর্মসূচী বাস্তবায়নে
- সহযোগীতা দান।

ডিসেম্বর -২০১০ ইং হতে নভেম্বর-২০১২ ইং পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি :

| ক্র.নং | কাজের ধরন | ইউনিট সংখ্যা | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ০১ | জরিপ করা | ১ টি | ৩০০ জন |
| ০২ | কর্মী ও ভলান্টিয়ারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ | ১ টি | ০৮ জন |
| ০৩ | মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ক লিফলেট তৈরী | ৫০০০ টি | ৫০০০টি |
| ০৫ | শাক সব্জী বাগান ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ | ১২ টি | ৩০০ জন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০৬ | পুষ্টি প্রদর্শন সেশন | ৩৬ টি | ৩০০ জন |
| ০৭ | মাদের সাথে সেশন পরিচালন | ৭২ টি | ৩০০ জন |
| ০৮ | বীজ বিতরন | - | ৩০০ জন |
| ০৯ | সব্জী বাগান প্রতিষ্ঠা করন | প্রতি পরিবার | ৩০০ টি |

০৮. স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন কর্মসুচী :

প্রকল্প এলাকায় স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন সমস্যা সমাধান কল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গৃহায়ন কর্মসুচীর আর্থিক সহায়তায় গরীব মানুষদেরকে ৩৫,০০০.০০ হাজার টাকার মধ্যে ২২০ থেকে ২৪০ বর্গফুটের টিনের ঘর তৈরী করে দেয়া হচ্ছে । ঘরের সম্পূর্ন টাকা ৫% হারে সেবা মূল্য সহ সাপ্তাহিক কিস্তির ভিত্তিতে তিন বছরে ফেরৎ যোগ্য । এখন পর্যন্ত কর্ম এলাকায় ৫০ টি পরিবারে ঘর সম্পন্ন করা হয়েছে ।

০৯.শিক্ষার মান উন্নয়নে চাহিদা ভিত্তিক কার্যক্রম:

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। এ নীতিকে সামনে রেখেই ওআরএ তার সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষার মান উন্নয়নে গনসাক্ষরতা অভিযানের একটি সহযোগী সংগঠন হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম যথা, সেমিনার ও পাঠক মতামত যাচাই ইত্যাদি কর্মসূচী চাহিদা মোতাবেক আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আলোচনা অনুষ্ঠান, র‍্যালি ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বসাধারণের মাঝে গন সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

১০.জাকাত তহবিল :

বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসুচী চালাতে যেয়ে ওআরএ প্রকৃত অর্থে পংগু ,দুস্থ,এতিম এবং সমাজের হত দরিদ্রদের জন্য স্থায়ীভাবে কোন কর্মসূচী চালু করতে পারেনি। এ উপলব্ধি থেকেই ওআরএ তার কর্ম এলাকায় সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহ করে গরীব এতিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং পংগু মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান কল্পে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে তা আরও সম্প্রসারিত হয়ে ঘুর্নিঝড় সিডর-এ আক্রান্ত এলাকায় মানুষের সাহায্যার্থে কাজ করে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। পরবর্তীতে অক্টোবর-২০০৮ইং থেকে জাকাতের অর্থে স্থায়ীভাবে গরীব মানুষের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু করে। প্রতি মাসে একবার মোবাইল ক্লিনিকের মাধ্যমে রামনগর গ্রামে এবং প্রতি সপ্তাহে এক বার নানশ্রী গ্রামে বিনা মূল্য ঔষধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমটি কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের নানশ্রী এলাকায় পরিচালনা করা হচ্ছে।

১১.প্রশিক্ষন:

জ্ঞান-বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা সম্মিলিত জীব হলো মানুষ। মানুষের মাঝেই আছে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা। কিন্তু দেখা যায় যে, এ সৃষ্টির ক্ষমতা কারও মাঝে সুপ্ত অবস্থায় থাকে আবার কারো মাঝে সৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশিত হলেও উপযুক্ত পরিবেশ বা ন্যুন্যতম সহায়তার অভাবে প্রসার লাভে বিঘ্ন ঘটে। তাই এ সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের গুরূত্ব অপরিসীম। তাই ওআরএ তার নিজস্ব দক্ষ জনবলের মাধ্যমে কর্মী এবং উকারভোগীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। নিম্নে প্রশিক্ষনের তথ্য প্রদান করা হলো:

অনাবাসিক প্রশিক্ষন :

| ক্র.নং | প্রশিক্ষণের শিরোনাম | মেয়াদ কাল | প্রশিক্ষানার্থীর ধরণ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ০১ | শাক সব্জী চাষ প্রশিক্ষণ | ০১ দিন | উপকারভোগী | - | ৩০০ | ৩০০ জন |
| ০২ | উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ | ১২ দিন (মাসে ১ দিন) | উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা বৃন্দ | ০৫ | ৪০ | ৪৫ জন |
| ০৩ | | | | | | |
| | | | মোট | ০৫ | ৩৪০ | ৩৪৫ জন |

**১৩. উপসংহারঃ**

অধিকার আদায় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন কোন কথার কথা নয়। এটা একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপারতো বটেই এবং সময়েরও ব্যাপার। তা ছাড়াও রয়েছে দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদক্ষেপ। ভিত্তহীনদের আজকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের অবস্থান যেমন একদিনে ঘটেনি, ঠিক তেমনি এ অবস্থান থেকে তাদের উত্তরণও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটবে না। তবে আমাদের স্বস্ব অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের চেষ্ঠা করে যেতে হবে। বস্তুত পক্ষে পৃথিবীতে কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত ব্যর্থ যায়নি, যদি না সে চেষ্টায় আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অভাব না ঘটে। ও,আর,এ মনে করে যদি তাদের দাযিত্বশীল কর্মী বাহিনীকে নিয়ে তার কর্ম এলাকায় সংগঠিত দলীয় সদস্যদের নিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যায় তবে, জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। ও,আর,এ প্রকৃত পক্ষে চায় সামর্থ্য অনুযায়ী লক্ষীত জনগোষ্ঠীর মাঝে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক কর্ম প্রচেষ্ঠা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের দায়িত্বশীল উন্নয়ন।